সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর
প্রফেসর ড. মো: মতিয়ার রহমান হাওলাদার কর্তৃক প্রদত্ত
বাণী

শহীদ বুদ্ধিজীবী ও মহান বিজয় দিবস - ২০২০ অমর হোক

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বোচ্চ গৌরব আর অপার সম্ভাবনা ও আনন্দের মহিমায় অভিষিক্ত দিন ১৬ ডিসেম্বর। মহান বিজয় দিবস আমাদের চেতনা ও মননের ধারক। আমাদের জাতীয় জীবনে দিনটি নতুন মাত্রা যোজন করে এরই আঙ্গিকে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জেগে উঠে এক আত্মপ্রত্যয়ী গর্বিত বাঙালি জাতি। বিজয়ের এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দানকারী সকল বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অসীম সাহসিকতায় শত্রুমুক্ত বাংলাদেশে এদিন সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালির নতুন ইতিহাস। জয় বাংলা শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়েছিল সমগ্র স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি অকুতোভয় বীর সৈনিকদের।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। ভাষা আন্দোলন এবং তৎপরবর্তী বছরগুলোতে সংঘটিত শিক্ষা ও গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন, ছয় দফা তথা স্বায়ত্তশাসন-স্বাধিকারের আন্দোলনসহ কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতার অধিকার আদায়ের আন্দোলন - সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি মাত্র লক্ষ্য তথা স্বাধীনতা লাভকেই জনগণ মুক্তির উপায় হিসেবে বেছে নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দুটি কারণ - প্রথমত: পাকিস্তান থেকে রাজনৈতিক মুক্তি এবং দ্বিতীয়ত: অর্থনৈতিক মুক্তি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচন এবং ৭১ এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। তাই ডিসেম্বর হল বিজয়ের মাস। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি দুঃখের, যন্ত্রণার, গৌরবের ও আনন্দের। বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ কালের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারায় চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সংগঠিত সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ত্রিশ লক্ষ শহীদের প্রাণ এবং দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত মহান বিজয় দিবস। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনীর যৌথ কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে এরই মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঠিক পূর্ব মূহুর্তে দেশকে মেধাশূন্য করার ঘৃণ্য মানসিকতায় ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ঘাতকগোষ্ঠি কর্তৃক দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। মহান স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি রক্তভেজা বেদনাবিধূর কলঙ্কিত দিন ১৪ ডিসেম্বর। ইতিহাসের এই বর্বরতম হত্যাকান্ডে সমগ্রজাতি শোকাভিভূত। তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনসহ রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

২০২০ সালে পালিত হচ্ছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী এবং ২০২১ সালে উদযাপিত হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। 'মুজিব শতবর্ষ' উদযাপনে বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানমালা চলছে। জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন,"আমরা নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের পাশে আছি। শোষিত মানুষকে বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেয়াই আমাদের লক্ষ্য।

এবারের বিজয় দিবস আমাদের জন্য সামনে চলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা হয়ে উঠুক। মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ঐক্যকে ধারণ করে আমাদের প্রিয় সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞান, মনীষা, শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে আধুনিক কৃষি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগীরূপে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই। মহান বিজয় দিবসের শুভলগ্নে আমাদের সকল সামর্থ্য ও সদিচ্ছাকে সুসংহত করে দেশকে এগিয়ে নিতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে কাজ করার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাই।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

১০ ডিসেম্বর ২০২০
প্রশাসন ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রফেসর ড. মোঃ মতিয়ার রহমান হাওলাদার
ভাইস-চ্যান্সেলর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।